যুগান্তর

তারিখ . 27. JUN. 2015
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১

বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা বৃদ্ধি

স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিন

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও অন্য দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ হঠাৎ অশান্ত হয়ে উঠেছে। ওদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের অতিথি কক্ষে বসা নিয়ে এক ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করাসহ দুই সিনিয়র ছাত্রকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পরিচালিত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় এ ধরনের ঘটনা কোনোমতেই মেনে নেয়া যায় না। জানা গেছে, পূর্বঘোষিত টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে বুয়েটের একদল শিক্ষার্থী শিক্ষকদের জিম্মি করাসহ নৈরাজ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করলে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ এবং হল ত্যাগের নির্দেশ আসে। হঠাৎ এ সিদ্ধান্তের ফলে অনেক শিক্ষার্থী, বিশেষ করে ঢাকায় যাদের আত্মীয়-স্বজন নেই, তারা বিপাকে পড়েছেন। হলত্যাগে বাধ্য হওয়া এসব ছাত্রছাত্রীকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেয়ার আগে কর্তৃপক্ষের চিন্তায় বিকল্প কোনো ভাবনা থাকা উচিত ছিল। উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে শিক্ষকদের একাংশের আন্দোলন চলছে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। অপ্রিয় হলেও সত্য, দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় রাজনৈতিক পরিচয়, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষের বিনিময়ে অযোগ্য শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের প্রচুর ঘটনা ঘটেছে। এর ফলে একদিকে অদক্ষ ও দলবাজদের ভিড়ে সাধারণ প্রশাসনে যেমন বিশৃংখলা সৃষ্টি হচ্ছে, অন্যদিকে অযোগ্য ও মেধাহীন শিক্ষকের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক ভবিষ্যৎও হুমকির মুখে পড়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান করা জরুরি। কুষ্টিয়ায় অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে চাকরি প্রত্যাশী ছাত্রলীগের এক গ্রুপের সমঝোতা বৈঠকের খবরে ছাত্রলীগের অপর গ্রুপ 'গোস্বা' হয়ে আন্দোলনের ডাক দেয়ায় ক্যাম্পাসে শিক্ষাসংকটসহ অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থে পরিচালিত এ ধরনের নৈরাজ্য কঠোর হস্তে দমন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখা প্রয়োজন।

একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সুনাম ও মর্যাদা ছিল। এ সুনাম ও মর্যাদা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। দুঃখজনক হল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অতীত গৌরব ও ঐতিহ্যের কোনোকিছুই আমরা ধরে রাখতে পারছি না। এর কারণ সম্ভবত এই যে, ছাত্র রাজনীতির দৌরাত্ম্য ও ঢালাওভাবে সবকিছুর দলীয়করণ। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে শুরু করে শিক্ষকসহ অন্যান্য নিয়োগ প্রক্রিয়ার অধিকাংশই সম্পন্ন হয় দলীয় বিবেচনায়। দলের প্রয়োজনে নিয়োগপ্রাপ্তরা এমনকি লাঠিয়াল বাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াসহ অন্যান্য অনৈতিক কাজকর্মে জড়াতেও দ্বিধা করেন না। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা গেলে এর অবসান ঘটবে বলে মনে করি আমরা। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বিরাজমান অনিয়ম ও বিশৃংখলা বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও সরকার ত্বরিত পদক্ষেপ নেবে— এটাই প্রত্যাশা।